বাংলাদেশে তামাকপণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কি?

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত সতর্কবার্তাকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর গুরুত্ব সারাবিশ্বে স্বীকৃত কারণ, একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে অধিকতর কার্যকর। স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এমন একটি কার্যকর এবং সাশ্রয়ী পন্থা যা তামাক ব্যবহারকারীকে তামাক ব্যবহারের সময় প্রতিবারই তামাকের ক্ষতি সম্পর্কিত বার্তা প্রদান করতে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনিক এক প্যাকেট সিগারেট ব্যবহারকারী একজন ধূমপায়ী সিগারেট কেনা ও ব্যবহার করার সময় দিনে কমপক্ষে ২০ বার, বছরে ৭,০০০ বার সিগারেটের প্যাকেটে ছাপানো ছবি দেখে থাকে[১]।

আইনগত বাধ্যবাধকতা

আন্তর্জাতিক

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর ১১ নং আর্টিক্যাল[২] দ্বারা সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলনের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তামাকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে এটি একটি দাম-বহির্ভূত পদক্ষেপ। FCTC অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কের উভয়পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের ৫০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। একই সাথে প্যাকেটের গায়ে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য যেমন: লাইট, লো, মাইল্ড ইত্যাদি জাতীয় শব্দ পরিহার করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালের 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি আরও শক্তিশালী করে ২০১৩ সালে সংশোধন করে। আইনের ১০ নং ধারা অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কিত রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা বাধ্যতামূলক। আইন অনুযায়ী ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৭টি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ২টিসহ মোট ৯টি সতর্কবাণী মুদ্রণ করতে হবে। আইনের এই ধারা লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ অপরাধ সংঘঠন করলে পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হবেন। সরকার আইনের এই ধারা প্রতিপালনে তামাক কোম্পানিগুলোকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা, ২০১৫ কার্যকর হওয়ার দিন থেকে ১২ মাস সময় বেঁধে দিয়েছে যা আগামী ১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে শেষ হচ্ছে। সুতরাং সকল তামাক কোম্পানিগুলোকে এসময়ের মধ্যেই তামাকপণ্যের প্যাকেট বা মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (NTCC) এর ওয়েবসাইটে (www.ntcc.gov.bd) এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফাইল সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন ও ফলাফল

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা[৩,৪]

২০০১ সালে কানাডা প্রথম সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রথা প্রবর্তন করে। বর্তমানে বিশ্বের ৭৭ টিরও বেশি দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী চালু আছে। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (৯০% শতাংশ) জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী চালু রয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ৮৫%, থাইল্যান্ড ৮৫%, শ্রীলংকা ৮০% ও ইন্দোনেশিয়ায় ৪০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিদ্যমান।

তামাকের ব্যবহার হ্রাসে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সারা বিশ্বে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষণায় তার প্রমাণ মেলে। হেলথ প্রোমোশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, সিঙ্গাপুরে ২০০৪ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রবর্তনের পর সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিল ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলন করার পর ৬৭% ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৬ সালে কার্যকর হওয়ার পর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

আইন এবং এর বিধিমালা দ্বারা নিশ্চিত করা হলেও ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক খবরে বলা হয়েছে, বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রের এই বিধান প্রতিপালনে নানা টালবাহানা শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য, যেহেতু আইন (২০১৩) অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করতে হবে যাতে তা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল দ্বারা ঢেকে না যায় (প্রচলিত পন্থায় স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগালে প্যাকেটের পিছনের তলে ছবিযুক্ত সতর্কবাণী ঢেকে যাবে), সেহেতু ছবিযুক্ত সতর্কবাণী প্যাকেটের উপরিভাগে পঞ্চাশ শতাংশের পরিবর্তে নিচে মুদ্রণ করতে হবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সচিত্র সতর্কবাণী অক্ষত রাখতে তামাকপণ্যের প্যাকেটের পার্শ্বদেশে লম্বালম্বিভাবে ব্যান্ডরোল লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি-যন্ত্রপাতি তাদের কাছে নেই। এক্ষেত্রে দেশের প্রথিতযশা একজন আইনজ্ঞের পরামর্শও নিয়েছে সিগারেট উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বিসিএমএ এবং আইনজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের নিচের ৫০শতাংশে সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের দাবি তুলেছে তারা। সর্বশেষ, এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠিও পাঠানো হয়েছে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে যার কোন সুরাহা অদ্যোবধি হয়নি।

অথচ সিগারেটের প্যাকেটের সামনে/পিছনের পরিবর্তে পার্শ্বদেশে লম্বালম্বিভাবে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব যার নজির বিশ্বের অন্যান্য দেশে আছে। এতে একদিকে ২০১১ সালের স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নির্দেশনাও প্রতিপালিত হবে অন্যদিকে ২০১৩ সালের আইন ও ২০১৫ সালের বিধিমালার বিধান প্রতিপালন করে প্যাকেটের উভয়পার্শ্বে উপরিভাগে পঞ্চাশ ভাগ স্থান জুড়ে ছবিযুক্ত সতর্কবাণী অক্ষত (স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলে ঢেকে যাওয়া থেকে) রাখা সম্ভবপর হবে। কিভাবে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগালে প্যাকেটের উপরিভাগে ছবিযুক্ত সর্তকবাণী অক্ষতভাবে ছাপানো সম্ভব তার একটি নমুনাও আইপিইউ এর সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ করেছেন।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল অর্থাৎ ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এসময় তিনি বলেন, "আমার সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। FCTC বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করেছি এবং ২০১৫ সালে সংশ্লিষ্ট বিধি পাশ করেছি। এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়, বর্তমানে আমরা তার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি। ২০১৩ সালের তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং ২০১৫ সালের বিধি অনুসরণ করে আগামী মার্চ থেকে আমরা তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবি সম্বলিত সতর্কবার্তা সংযোজন করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিবেশী ভারত, নেপাল এবং শ্রীলংকায় এটা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।"[৫]

পরিশেষ

তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ সারাবিশ্বেই তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর কৌশলগুলোর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণেই তামাক কোম্পানিগুলো এটি বাস্তবায়ন না করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আমাদের দেশেও সচিত্র সতর্কবাণী প্রবর্তনের জন্য প্রণীত ২০১৩ সালের সংশোধিত আইন পাশের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানির দৌড়ঝাপের খবর পত্র-পত্রিকায় দেখা গেছে। পরবর্তীতে এসংক্রান্ত প্রণীত খসড়া বিধিমালায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ৬ মাস সময় যথেষ্ট নয় এমন অজুহাতে বিধিমালাটি দীর্ঘ ২২ মাসেরও বেশি সময় ধরে নানান কৌশলে আটকে রাখে তামাক কোম্পানি এমন খবরও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অতি দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেও তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রের এই বিধান প্রতিপালন না করতে গড়িমসি করছে। তবে আশার কথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাঁর সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যাবে। এলক্ষ্যে দেশে ইতোমধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় মার্চ মাস থেকে দেশে সচিত্র সতর্কবাণী চালু হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথায় তামাক বিরোধীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তামাক কোম্পানি আইনের উর্ধ্বে নয়, রাষ্ট্রীয় আইন মানতে বাধ্য তারা। তামাকজাত দ্রব্য সেবন করে দেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে[৬], পঙ্গুত্ববরণ করে আরও ৩,৮২,০০০ মানুষ[৭]। আইন অনুযায়ী সঠিক পন্থায় ও সঠিক সময়ের মধ্যে দেশে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রচলন না করা গেলে আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মকে তামাকের ছোবল থেকে রক্ষা করা যাবেনা।

তথ্যসূত্র:

[1] *Hammond D, Fong GT, McDonald PW, Cameron R, Brown KS. Impact of the graphic Canadian warning labels on adult smoking behaviour. Tobacco Control. 2003 Dec; 12(4):391-5.*

[2] *World Health Organization (WHO). WHO Framework Convention on tobacco control. Geneva: WHO; 2003. Available online at www.who.int/fctc/text_download/en/.*

[3] *Canadian Cancer Society. Cigarette Package Health Warnings: International Status Report. Canada: Sep 2014. Available online at http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/WL_status_report_en.pdf.*

[4] *Tobacco Warning Labels: Evidence of Effectiveness, Campaign for Tobacco-Free Kids, 2011. Available online at: https://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0325.pdf*

[5] *Bangladesh Prime Minister Speech in the closing ceremony of South Asian Speakers Summit on achieving SDGs. 31 January 2016. Available online at http://www.pmo.gov.bd/site/view/pm-speech/a ন্যান্য-ভাষণ/Other-Speeches*

[6] *Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD 2013. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2015. Available from http://www.healthdata.org/results/data-visualizations. Accessed on October 20, 2015.*

[7] *Zaman MM, Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds). Impact of Tobacco-Related Illnesses in Bangladesh. World Health Organization (WHO), SEARO, Delhi, 2007. Available at: http://ntcc.gov.bd/wp-content/uploads/2010/05/Impact_of_Tobacco_Related_Illness_in_Bangladesh1.pdf [accessed 21 October 2012].*